দৈনিক বাংলা

তারিখ ... 23 MAR 1994 ..
পৃষ্ঠা ৫ কলাম ৭ .....

56

পরীক্ষার ফল প্রকাশের দাবি

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষা নিয়ন্ত্রকের উদ্দেশে লেখা দুটি চিঠি মঙ্গলবারের দৈনিক বাংলায় প্রকাশিত হয়েছে। চিঠি দুটি পড়ে আমরা বিচলিত বোধ করছি। কেননা, এতে উচ্চশিক্ষা পরিস্থিতি এবং শিক্ষার্থীদের করুণ এবং বেদনাদায়ক অবস্থাই ফুটে উঠেছে। চিঠি দুটিতে কোন অভিযোগ নেই। যা আছে তা হচ্ছে 'সানুনয় আবেদন'। আবেদন পরীক্ষার ফল একটু তাড়াতাড়ি প্রকাশ করার।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বাংলায় এমএ পরীক্ষার্থীরা জানাচ্ছেন, পরীক্ষার ফল ইদানীং নয় দশ মাসের আগে প্রকাশ হয় না। তাদের আশংকা, এবারও অন্তত এ রকম সময় লেগে যাবে। এতে তাদের পক্ষে 'বিশেষ বিসিএস '৯৪' পরীক্ষায় অংশ নেয়া সম্ভব হবে না। যদিও এ পরীক্ষা থেকে বিপুলসংখ্যক শিক্ষক (বাংলা) নিয়োগের কথা আছে। তাই তাদের আবেদন, বিশেষ বিবেচনায় জানুয়ারী মাসে সম্পন্ন পরীক্ষার ফল দ্রুত প্রকাশের ব্যবস্থা নেয়া হোক। পরীক্ষার্থীর সংখ্যা কম থাকায় এতে অসুবিধা হবে না বলেই তাদের ধারণা।

ফল প্রকাশে এবারও বিলম্ব ঘটতে পারে, শিক্ষার্থীদের এ আশংকা যে অমূলক নয়, অপর চিঠিই তার সাক্ষ্য বহন করছে। সমাজকল্যাণ ও গবেষণা ইনস্টিটিউট–এর এমএসএস পরীক্ষার্থীরা জানাচ্ছেন, চার বছরের শিক্ষাসূচী সাত বছরে শেষ করার পর তারা পরীক্ষা দিতে পেরেছেন। কিন্তু পরীক্ষার আট মাস গত হওয়ার পরও ফল প্রকাশের কোন আলামত কোথাও দেখা যাচ্ছে না। তারা মনে করেন, এবং এতে কারও দ্বিমতের অবকাশ আছে বলে আমরাও মনে করি না, ফল প্রকাশের এই বিলম্ব তাদের বেকারত্ব এবং দুর্ভোগকেই দীর্ঘায়িত করবে। অতএব, আবেদন, মেহেরবানি করে একটু দ্রুত পরীক্ষার ফল প্রকাশের ব্যবস্থা নেয়া হোক।

চিঠি দুটি পড়ে কি বলা যায় তা স্থির করতেও কষ্ট হচ্ছে। সেশনজটের চাপ এবং কর্মজীবনের অনিশ্চয়তা আমাদের তরুণসমাজের অবস্থা এমনই করুণ করে তুলেছে যে তারা যেন আজ জোর দাবি তোলার কিংবা একটি ন্যায্য বিষয় নিয়ে অভিযোগ আনার মনোবলও হারিয়ে ফেলেছেন। পরীক্ষার ফল কেন বছরভর ঝুলে থাকবে, এ নিয়ে প্রশ্ন না তুলে নেহাত আবেদন–নিবেদনে সংকট নিরসনকেই তারা শ্রেয় বোধ করছেন। এতে যদি শিক্ষার্থীসমাজের সহনশীলতার কোন যোগ থেকে থাকে, আমরা তার প্রশংসা করি। সেই সঙ্গে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষকে স্মরণ করিয়ে দিতে চাই— কারও, বিশেষ করে তরুণ শিক্ষার্থীসমাজের, সহনশীলতার উপর অতিরিক্ত নির্ভরতার ফল মারাত্মকও হতে পারে। পরীক্ষার ফল প্রকাশে গড়িমসি করার অভ্যাস বদলানো আবশ্যিক।

জানি, বিশ্ববিদ্যালয় অঙ্গনে অনেক সমস্যা জট পাকিয়ে আছে। পঠন–পাঠন তাতে ব্যাহত হচ্ছে। নির্ধারিত সময়ে শিক্ষাসূচী সম্পন্ন করাও সম্ভব হচ্ছে না। সেশনজট তাই তুঙ্গে উঠেছে। তিন বছরের শিক্ষাসূচীতে সাত বছরও চলে যাচ্ছে। মানছি, আন্তরিক চেষ্টায়ও কর্তৃপক্ষ এসব প্রতিবন্ধক কাটিয়ে উঠতে পারছেন না। কিন্তু পরীক্ষা গ্রহণের পর ফল প্রকাশের এই অবিশ্বাস্য বিলম্বের সমর্থনে কোন যুক্তি টানা হবে? এত শিক্ষকদের নিজেদের কাজটুকু সময়মত করে নেয়ার প্রশ্ন মাত্র। এখানেই যদি খামতি দেখা যায়, গোটা পরিস্থিতি এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক প্রশাসকদের আন্তরিকতা নিয়ে প্রশ্ন এড়ানো অসম্ভব হয়ে দাঁড়ায়। বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ এ দিকটি বিবেচনা করে দায়িত্ব সম্পাদনে গতিশীলতা আনার চেষ্টা করবেন বলেই আমরা আশা করি।

'বিশেষ বিসিএস '৯৪' শিক্ষার্থীদের জন্যে একটি বিশেষ সুযোগ তৈরি করেছে। এর থেকে তাদের বঞ্চিত করা নিদারুণ নির্মমতা বলেই গণ্য হবে। আমরা তাই দাবি করছি, বিশেষ ব্যবস্থায় হলেও সংশ্লিষ্ট পরীক্ষার ফল দ্রুত প্রকাশ করা হোক।